যুগান্তর

23 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

# তারা মফস্বলের কলেজে যেতে রাজি নন

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর নামি কলেজগুলোতে কর্মরত শিক্ষকরা মফস্বলের কলেজে যেতে রাজি নন। পদোন্নতি দিয়ে ঢাকার বাইরে বদলি করা হলেও সেই বদলি ঠেকাতে তারা

তারা : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

## তারা : রাজি নন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মরিয়া হয়ে ওঠেন। এমনকি ঢাকার বাইরে অন্য মহানগরী বা জেলা সদরে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বদলির পরও তারা নতুন কর্মস্থলে যেতে চাচ্ছেন না। তারা অধ্যক্ষ হওয়ার বদলে ঢাকায় কলেজগুলোতে বিভাগীয় প্রধান বা সিনিয়র শিক্ষক হিসাবে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাদের এই পছন্দের পক্ষে বদলি ঠেকাতে একদিকে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জোর তদবির চালাচ্ছেন, অন্যদিকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে নিজেদের পক্ষে বিক্ষোভ করাচ্ছেন। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষকে অবশ্য ঢাকায়ই পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে বদলি করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শফিউর রহমানকে ঢাকা কলেজের নতুন অধ্যক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু তার চাকরির বয়স আছে আর মাত্র ৩ মাস। কলেজের ছাত্ররা এত কম মেয়াদের জন্য অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন গতকাল দুপুরে আকস্মিকভাবে ঢাকা কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। ছাত্রদের বিক্ষোভের কারণে মঙ্গলবার দায়িত্ব নিতে না পেরে নতুন অধ্যক্ষ ৬ দিনের ছুটিতে গেছেন। কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মরিয়ম বেগম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে জানায়, বিদায়ী অধ্যক্ষ কবির উদ্দিন ভূঁইয়া যখন একের পর এক কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করছিলেন তখনই তাকে বদলি করা হয়। প্রতিমন্ত্রী ঢাকা কলেজের সব সমস্যা সমাধানে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ নেবে বলে আশ্বাস দিলে ছাত্ররা শান্ত হয়। নতুন অধ্যক্ষ আগামী সপ্তাহে তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী যুগান্তরকে জানান, তিনি ছাত্রদের বলেছেন, অধ্যাপক শফিউর রহমানের সরকারি চাকরি আগামী নভেম্বরে শেষ হবে। ডিসেম্বরে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কাজের প্রয়োজনে অধ্যাপক কবির উদ্দিন ভূঁইয়াকে বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। ছাত্ররা তাদের আচরণের জন্য নতুন অধ্যক্ষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত সোমবার ২৫টি কলেজে নতুন অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়। এতে ঢাকার সরকারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের তিনজন অধ্যাপককে ঢাকার বাইরে তিনটি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা হলেন– ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মহিউদ্দিন, পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ আখতারুজ্জামান ও গণিত বিভাগের অধ্যাপক মোঃ সা'দত হোসেন। অধ্যাপক মহিউদ্দিনকে খুলনার আজম খান কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ, মোঃ আখতারুজ্জামানকে পাবনার ঈশ্বরদী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও সা'দত হোসেনকে সিরাজগঞ্জের কাজীপুর মনসুর আলী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বদলি করা হয়। এই বদলির প্রতিবাদ এবং বদলির আদেশ বাতিলের দাবিতে জগন্নাথ